সংবাদ প্রতিদিন

তারিখ ... 25 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফের অস্থির শিক্ষাঙ্গন

❑ ফারুক হোসাইন

শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা যেনো থামছেই না। কখনো শিক্ষকদের স্বার্থের আন্দোলন কখনো বা নোংরা ছাত্র রাজনীতির করণে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। আর সব সময় এসবের ভুক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মাসের পর মাস বন্ধ থাকছে ক্লাস-পরীক্ষা। বাড়ছে সেশনজট। অস্থিরতার কারণে ভীতি ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। বর্তমান মহাজোট সরকারের সময়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা পরিচিত দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ের পর ওই রাত থেকেই শুরু হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারিত্ব আর সহিংসতা। যার শেষ সাড়ে চার বছর পরও হয়নি। এর মধ্যবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম, রংপুর বেগম রোকেয়া, খুলনা, কুমিল্লা, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট), ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সবক'টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্দোলনে বিভিন্ন সময় অস্থির হয়ে উঠেছে। এখনও দেশের বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করছে। ভিসি অপসারণের দাবিতে আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে জাহাঙ্গীরনগর ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। নোংরা ছাত্র রাজনীতির কারণে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। আর ভিসি নির্বাচন নিয়ে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষকদের দেখে শিক্ষার্থীরা উন্নত জীবনের শিক্ষা নেবেন। কিন্তু তুচ্ছ ও সংকীর্ণ স্বার্থের বেড়াজালে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন বিপন্ন হলে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষও আহত হয়। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় সাধারণ ও গরিব মানুষের টাকায়। কিন্তু শিক্ষকরা সেই বেতন নিয়ে ক্লাস বন্ধ রাখা কতটা যৌক্তিক? এদিকে সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেছেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম। গতকাল এক সভায় সংগঠনের শৃঙ্খলা রক্ষায় নেতৃত্বের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, অবশ্য আমাদেরও ব্যর্থতা রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি আগামী নির্বাচন পর্যন্ত কোনো সহিংসতায় না জড়াতে নেতা-কর্মীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। নাজমুল বলেন, আগামী নির্বাচন পর্যন্ত আর কোনো সহিংস ঘটনায় আমরা নিজেদেরকে সংযুক্ত করবো না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : ২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি ইংরেজির ছাত্র সানি নিহত হওয়ার পরই থেকেই

পৃঃ ৫ কঃ ৪

নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা স্বীকার করলেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক

ফের অস্থির

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

[illegible]